একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158
ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)
An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

India's Democratic Journey: Historical Resilience Amidst Colonial Legacies and Post-Independence Challenges

ভারতের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা: ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও স্বাধীনতা পরবর্তী চ্যালেঞ্জের মধ্যে ঐতিহাসিক স্থিতিস্থাপকতা

Name of the Author: Kartik Mukherjee
Affiliation: State Aided College Teacher, History Department, Galsi Mahavidyalaya, West Bengal, India

Abstract: This paper examines the democratic trajectory of India by situating it within the dual framework of colonial legacy and post-independence challenges, while highlighting the enduring resilience of its political institutions. It argues that India's democratic system did not emerge in a vacuum but was deeply shaped by the administrative, legal, and institutional structures inherited from colonial rule. At the same time, the transition to independence in 1947 marked a significant transformation, as democratic ideals were reinterpreted and adapted to a diverse, plural, and often unequal society. The study explores how India has navigated multiple challenges, including socio-economic inequalities, linguistic and regional diversities, political centralization, and periodic crises of governance. Despite these pressures, the persistence of electoral processes, constitutional values, and civic participation demonstrates a remarkable degree of historical resilience. The paper further analyzes the role of key institutions such as the judiciary, election machinery, and federal structure in sustaining democratic continuity. It also reflects on contemporary concerns, including the tension between majoritarian politics and constitutional principles, to assess the evolving nature of Indian democracy. By combining historical analysis with a critical evaluation of present trends, this study contributes to a nuanced understanding of how India's democratic experience embodies both continuity and change. Ultimately, it suggests that the strength of Indian democracy lies in its adaptive capacity and its ability to reconcile inherited structures with evolving aspirations.

Keywords: Indian democracy, colonial legacy, post-independence challenges, constitutionalism, political resilience, electoral system, federalism, governance, pluralism, institutional continuity

ভারতের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা: ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও স্বাধীনতা পরবর্তী চ্যালেঞ্জের মধ্যে ঐতিহাসিক স্থিতিস্থাপকতা

কার্তিক মুখার্জি

ভূমিকা

ভারতের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিরল ও জটিল উদাহরণ। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের ভার বহন করে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছে—যদিও দারিদ্র্য, জাতিগত বিভেদ, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, অর্থনৈতিক অসমতা এবং রাজনৈতিক সংকটের মতো অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। আমার দৃষ্টিতে, এই স্থিতিস্থাপকতা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতার ফল নয়, বরং ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় সমাজের বহুত্ববাদী ঐতিহ্য এবং সাংবিধানিক দূরদর্শিতার অনন্য সমন্বয়। ব্রিটিশ শাসন ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক কাঠামো রেখে গেছে, কিন্তু স্বাধীনতার পর এই কাঠামোকে ভারতীয় সংবিধানের মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে—যা যুক্তরাষ্ট্রীয়তা, মৌলিক অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অভিযাত্রায় স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ পেয়েছে নির্বাচনের ধারাবাহিকতা, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং নাগরিক সমাজের সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো ওয়েস্টমিনস্টার মডেলের উত্তরাধিকার। কিন্তু ভারত এটিকে নিজস্ব সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে অভিযোজিত করেছে। নেহরু স্বাধীনতার মুহূর্তে বলেছিলেন, "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom" (Nehru, 1947, p. 1), এই প্রাথমিক উদ্ধৃতি শুধু আশার প্রতীক নয়, বরং ঔপনিবেশিক অতীত থেকে গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার সংকেত। তবে এই যাত্রা সহজ ছিল না। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের রক্তাক্ত সহিংসতা, ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থা, মণ্ডল কমিশনের পর সামাজিক সংঘাত এবং ১৯৯১-এর অর্থনৈতিক উদারীকরণের পর নতুন বৈষম্য—সবকিছুই গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করেছে। তবু ভারতীয় গণতন্ত্র বারবার নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

জাফ্রেলট (২০২০) সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন যে, "Indian democracy has demonstrated a remarkable capacity for institutional adaptation and popular resilience despite deep social cleavages" (p. 48)। তাঁর বিশ্লেষণে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে স্থানীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির মিশ্রণ গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছে। আমার দৃষ্টিতে, এই অভিযোজনই ভারতের স্থিতিস্থাপকতার মূল চালিকাশক্তি। কোহলি (২০১২) আরও এগিয়ে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং নির্বাচনী প্রতিযোগিতা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, যদিও শ্রেণি ও জাতিগত অসমতা রয়ে গেছে (Kohli, 2012, p. 1254)। গঙ্গোপাধ্যায় (২০১৮) এই স্থিতিস্থাপকতাকে " the paradox of Indian democracy" বলে অভিহিত করেছেন, যেখানে দারিদ্র্য ও বৈষম্য সত্ত্বেও নির্বাচনী গণতন্ত্র টিকে আছে এবং

নাগরিক সমাজের আন্দোলনগুলি (যেমন জয়প্রকাশ নারায়ণ আন্দোলন বা সমকালীন নাগরিক প্রতিবাদ) গণতন্ত্রকে পুনর্জীবিত করেছে (Ganguly, 2018, p. 42)। আমার বিশ্লেষণে , এই প্রতিবাদী ঐতিহ্য ঔপনিবেশিক আমলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী সংবিধানের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গণতন্ত্রকে শুধু টিকিয়ে রাখেনি, বরং গভীরতর করেছে । ভারতের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা আজও চলমান। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-পরবর্তী চ্যালেঞ্জগুলি দেশটিকে আরও স্থিতিস্থাপক করে তুলেছে। এই গবেষণা শৈলজানন্দের মতো ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে ভারতের গণতন্ত্রকে পুনর্পাঠ করে দেখাতে চায় যে , স্থিতিস্থাপকতা কোনো স্থায়ী অবস্থা নয় , বরং অবিরাম অভিযোজন ও সংগ্রামের ফল। এই অভিযাত্রা শুধু ভারতের জন্য নয় , বিশ্বের উন্নয়নশীল গণতন্ত্রগুলির জন্যও এক অনন্য মডেল হয়ে উঠেছে।

ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার: আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর ভিত্তি ও সীমাবদ্ধতা

ভারতের আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের উপর ভিত্তি করে , যা একদিকে সংসদীয় গণতন্ত্র , আইনের শাসন ও আমলাতান্ত্রিক দক্ষতার ভিত্তি প্রস্তুত করেছে , অন্যদিকে কেন্দ্রীয়করণ, সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও অর্থনৈতিক অসমতার গভীর সীমাবদ্ধতাও রেখে গেছে। আমার দৃষ্টিতে , এই উত্তরাধিকার শুধু প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা নয় , বরং ভারতীয় গণতন্ত্রের স্থিতিস্থাপকতার মূল চালিকাশক্তি এবং একই সঙ্গে তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের মাধ্যমে ব্রিটিশরা যে সংসদীয় কাঠামো , নির্বাচনী ব্যবস্থা ও আইনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল , স্বাধীনতার পর তা সরাসরি ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) থেকে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (আইএএস)-এ রূপান্তর এই ধারাবাহিকতার স্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এই কাঠামোর মধ্যে লুকিয়ে ছিল ‘ব্যুরোক্র্যাটিক অথরিটেরিয়ানিজম’—যা উপনিবেশিক শাসনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকে বজায় রেখেছে এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে সীমিত করেছে। এই উত্তরাধিকারের সীমাবদ্ধতা সবচেয়ে তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে। ড. বি. আর. আম্বেদকর সংবিধান সভায় স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছিলেন: “ On the 26th January, 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality” (Ambedkar, 1949, p. 979)। এই প্রাথমিক উদ্ধৃতি দেখায় যে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক কাঠামো সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা অব্যাহত রয়েছে, যা গণতন্ত্রকে ‘ফর্মে গণতন্ত্র কিন্তু ফ্যাক্টে স্বৈরতন্ত্র’-এ পরিণত করার ঝুঁকি তৈরি করে।

জাফ্রেলট (২০২০) এই দ্বন্দ্বকে স্পষ্ট করে বলেছেন যে , “Indian democracy has demonstrated a remarkable capacity for institutional adaptation and popular resilience despite deep social cleavages” (p. 48)। তাঁর বিশ্লেষণে ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানগুলি (যেমন ওয়েস্টমিনস্টার মডেল) ভারতীয় সমাজের বহুত্ববাদের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে কেন্দ্রীয়করণের প্রবণতা রাষ্ট্রকে অত্যধিক শক্তিশালী করে তুলেছে। আমার দৃষ্টিতে , এই

অভিযোজনই ভারতের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার সাফল্যের চাবিকাঠি , যদিও এটি সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও আঞ্চলিক অসমতারমতো ঔপনিবেশিক 'ডিভাইডঅ্যান্ড রুল' নীতির উত্তরাধিকারকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি। কোহলি (২০১২) আরও গভীরভাবে দেখিয়েছেন যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক আমলের আমলাতান্ত্রিক কাঠামো শ্রেণি ও জাতিগত অসমতাকেটিকিয়ে রেখেছে , যা গণতন্ত্রের মান উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে (Kohli, 2012, p. 1254)। ল্যাঙ্কিনা (২০১৪) এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ করেছেন যে , ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষা ও খ্রিস্টানমিশনারি প্রভাবের মতো উপাদানগুলি কিছু অঞ্চলে গণতান্ত্রিক স্থিতিস্থাপকতা বাড়িয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে জমিদারি ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে অসম করে রেখেছে। আমার বিশ্লেষণে , এই উত্তরাধিকার ভারতীয় রাষ্ট্রকে এক 'হাইব্রিড' কাঠামো দিয়েছে—যেখানে আধুনিকতার ভিত্তি রয়েছে , কিন্তু সামাজিক ন্যায়ের সীমাবদ্ধতাও অবশিষ্ট। খনি-শ্রমিক বা কৃষক আন্দোলন থেকে শুরু করে সমকালীন নাগরিক প্রতিবাদ—সবই এই দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। শেষ পর্যন্ত , ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রকে যেমন শক্তিশালী ভিত্তি দিয়েছে , তেমনি তার সীমাবদ্ধতাও স্বাধীনতা-পরবর্তী চ্যালেঞ্জগুলিকে জটিল করে তুলেছে। এই গবেষণা দেখাতে চায় যে , গণতান্ত্রিক স্থিতিস্থাপকতা এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়েছে—যা ভারতকে বিশ্বের অন্যতম সফল উন্নয়নশীল গণতন্ত্রে পরিণত করেছে।

সংবিধান ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান: আদর্শ ও বাস্তবতারসমন্বয়

ভারতের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় সংবিধান ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি আদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে এক অসাধারণ সমন্বয় সৃষ্টি করেছে। ১৯৫০ সালের সংবিধান ঔপনিবেশিক ওয়েস্টমিনস্টার মডেলকে ভারতীয় বহুত্ববাদ , সামাজিক ন্যায় ও অর্থনৈতিক সমতার আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে একটি 'হাইব্রিড' কাঠামো গড়ে তুলেছে। মৌলিক অধিকার , নির্দেশক নীতিমালা , যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা , স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও বিচারব্যবস্থা—এই প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতা নয় , বরং স্বাধীনতা-পরবর্তী চ্যালেঞ্জের মধ্যে গণতন্ত্রের স্থিতিস্থাপকতার মূল ভিত্তি। আমার দৃষ্টিতে , এই সমন্বয়ই ভারতকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র হিসেবে টিকিয়ে রেখেছে , যেখানে আদর্শ (equality, liberty, fraternity) বাস্তবতার (দারিদ্র্য, জাতিগত বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা) সঙ্গে সংঘাতে না পড়ে বরং তাকে অভিযোজিত করে নতুন শক্তি অর্জন করেছে । সংবিধানের আদর্শিক ভিত্তি স্পষ্ট হয়েছে ড. বি. আর. আম্বেদকরের প্রাথমিক উদ্ধৃতিতে: " On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality" (Ambedkar, 1949, p. 979)। এই উদ্ধৃতি সংবিধান সভায় ২৫ নভেম্বর ১৯৪৯-এ দেওয়া হয় এবং তা দেখায় যে , রাজনৈতিক সমতার আদর্শকে সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে মেলাতে হবে—না হলে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। সংবিধান এই দ্বন্দ্বকে স্বীকার করে নির্দেশক নীতিমালা (Directive Principles) ও মৌলিক অধিকারের মাধ্যমে সমাধানের পথ খুলে দিয়েছে।

জাফ্রেলট (২০২০) সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন যে, "Indian democracy has demonstrated a remarkable capacity for institutional adaptation and popular resilience despite deep social cleavages" (p. 48)। তাঁর বিশ্লেষণে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ঔপনিবেশিক কেন্দ্রীয়করণকে ভারতীয় বাস্তবতায় অভিযোজিত করে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছে। আমার দৃষ্টিতে, এই অভিযোজনই আদর্শ-বাস্তবতার সমন্বয়ের সারসত্য—১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থা সংবিধানের আদর্শকে চ্যালেঞ্জ করলেও ৪২তম সংশোধনীর পর বিচারব্যবস্থার পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন (PIL) আন্দোলন আদর্শকে বাস্তবে ফিরিয়ে এনেছে। গঙ্গোপাধ্যায় (২০১৮) এই সমন্বয়কে "the paradox of Indian democracy" বলে অভিহিত করেছেন, যেখানে সংবিধানের নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের সক্রিয়তা সামাজিক বিভেদ সত্ত্বেও গণতন্ত্রকে পুনর্জীবিত করেছে (Ganguly, 2018, p. 42)। কোহলি (২০১২) আরও দেখিয়েছেন যে, সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও নির্বাচনী প্রতিযোগিতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকৃত করে বাস্তবতার চাপ সামলেছে, যদিও অর্থনৈতিক অসমতারয়ে গেছে (Kohli, 2012, p. 1254)। আমার বিশ্লেষণে, এই সমন্বয় ভারতীয় গণতন্ত্রকে শুধু টিকিয়ে রাখেনি, বরং তাকে গতিশীল করেছে—নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, সুপ্রিম কোর্টের অ্যাকটিভিজম এবং পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা আদর্শকে গ্রামীণ বাস্তবতায় ছড়িয়ে দিয়েছে। সংবিধান ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের এই সমন্বয় আজকের চ্যালেঞ্জের মুখেও ভারতের ঐতিহাসিক স্থিতিস্থাপকতার প্রমাণ। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবতার এই সংলাপই গণতন্ত্রকে কোনো স্থির অবস্থা নয়, বরং অবিরাম অভিযোজনের প্রক্রিয়ায় পরিণত করেছে। এই গবেষণা দেখাতে চায় যে, সংবিধান ভারতীয় গণতন্ত্রের আদর্শকে বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে এক অনন্য মডেল সৃষ্টি করেছে, যা বিশ্বের উন্নয়নশীল গণতন্ত্রগুলির জন্য প্রেরণা।

স্বাধীনতা-উত্তর চ্যালেঞ্জ: বৈচিত্র্য অসমতা ও রাজনৈতিক সংকট

ভারতের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় স্বাধীনতা-উত্তর চ্যালেঞ্জগুলি বৈচিত্র্য, অসমতা ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের স্থিতিস্থাপকতাকে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের রক্তাক্ত সহিংসতা থেকে শুরু করে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন, জাতি-ধর্মীয় বিভেদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা—এই চ্যালেঞ্জগুলি গণতন্ত্রকে শুধু টিকিয়ে রাখেনি, বরং তাকে অভিযোজনের মাধ্যমে আরও গভীর করেছে। আমার দৃষ্টিতে, এই সংকটগুলি ভারতীয় গণতন্ত্রের 'প্যারাডক্স'কে তুলে ধরে: বৈচিত্র্য যেমন বিভেদের উৎস, তেমনি তা গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদের শক্তি; অসমতা যেমন অসন্তোষ জাগায়, তেমনি তা নির্বাচনী প্রতিযোগিতা ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার পরবর্তী বৈচিত্র্যের চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে তীব্র ছিল ভাষা, জাতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে। ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন আইন ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করে যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে শক্তিশালী করলেও আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে উস্কে দেয়। ধর্মীয় বৈচিত্র্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মুসলিম-হিন্দু বিভেদের রূপ নেয়, যা ১৯৯২-এর বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও ২০০২-এর গুজরাত দাঙ্গায় চরমে পৌঁছায়। অসমতার চ্যালেঞ্জ আরও গভীর: ১৯৯১-এর অর্থনৈতিক উদারীকরণের পর দ্রুত বৃদ্ধি সত্ত্বেও ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বেড়েছে, জাতি-ভিত্তিক বৈষম্য

অব্যাহত রয়েছে। কোহলি (১৯৯০) এই সংকটকে " growing crisis of governability" বলে অভিহিত করেছেন, যেখানে নতুন সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠীর দাবি প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে চাপে ফেলে তীব্র সহিংসতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে (Kohli, 1990, p. 7)। এই প্রাথমিক উদ্ধৃতি দেখায় যে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্য সত্ত্বেও শাসনক্ষমতার সংকট অব্যাহত।

রাজনৈতিক সংকটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থা , যা সংবিধানের আদর্শকে সাময়িকভাবে স্থগিত করলেও নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করে। মণ্ডল কমিশনের পর জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির উত্থান, আঞ্চলিক দলগুলির উদয় এবং কংগ্রেসের পতন রাজনৈতিক বহুমুখিতা বাড়িয়েছে , কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে জটিল করেছে। জাফ্রেলট (২০২০) সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন যে , "Indian democracy has demonstrated a remarkable capacity for institutional adaptation and popular resilience despite deep social cleavages" (p. 48)। তাঁর বিশ্লেষণে বৈচিত্র্য ও অসমতা সত্ত্বেও নির্বাচনী প্রতিযোগিতা ও নাগরিক সমাজের সক্রিয়তা গণতন্ত্রকে অভিযোজিত করে রেখেছে। আমার দৃষ্টিতে, এই অভিযোজনই স্থিতিস্থাপকতার চাবিকাঠি—কৃষক আন্দোলন, নাগরিক প্রতিবাদ ও বিচারব্যবস্থার অ্যাকটিভিজম সংকটকে গণতান্ত্রিক সংলাপে রূপান্তরিত করে। গঙ্গোপাধ্যায় (২০১৮) এই চ্যালেঞ্জগুলিকে "the paradox of Indian democracy" বলে বর্ণনা করেছেন, যেখানে দারিদ্র্য ও বৈষম্য সত্ত্বেও নির্বাচনী গণতন্ত্র টিকে আছে এবং সামাজিক আন্দোলনগুলি গণতন্ত্রকে গভীরতর করেছে (Ganguly, 2018, p. 42)। কোহলি ও মুরালি (২০২৫) আরও এগিয়ে গিয়ে দেখিয়েছেন যে , ১৯৯০-এর পরবর্তী অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে বর্ধিত অসমতা কংগ্রেসের পতন ঘটিয়ে বিজেপির উত্থানকে ত্বরান্বিত করেছে , যা গণতন্ত্রকে 'elite-driven' করে তুলেছে (Kohli & Murali, 2025, p. 12)। আমার বিশ্লেষণে, এই সংকটগুলি গণতন্ত্রকে দুর্বল করেনি, বরং তাকে পুনর্নির্মাণ করেছে—পঞ্চায়েতী রাজ, মহিলা সংরক্ষণ ও ডিজিটাল নির্বাচনী ব্যবস্থা বৈচিত্র্যকে অন্তর্ভুক্তির হাতিয়ারে পরিণত করেছে। স্বাধীনতা-উত্তর এই চ্যালেঞ্জগুলি ভারতীয় গণতন্ত্রকে এক অনন্য মডেলে পরিণত করেছে, যেখানে বৈচিত্র্য অসমতাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং রাজনৈতিক সংকট স্থিতিস্থাপকতার উৎস হয়। এই গবেষণা দেখাতে চায় যে , ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে মিলিয়ে এই চ্যালেঞ্জগুলিই ভারতের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে অবিরাম গতিশীল রেখেছে।

ঐতিহাসিক স্থিতিস্থাপকতা: অভিযোজন, প্রতিরোধ ও পুনর্গঠন

ভারতের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় ঐতিহাসিক স্থিতিস্থাপকতা কোনো স্থির বা অপরিবর্তনীয় গুণ নয় , বরং অভিযোজন, প্রতিরোধ ও পুনর্গঠনের গতিশীল প্রক্রিয়া। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও স্বাধীনতা-পরবর্তী চ্যালেঞ্জের মধ্যে ভারতীয় গণতন্ত্র বারবার নিজেকে পুনর্নির্মাণ করেছে—যেখানে সংকটকে সুযোগে রূপান্তরিত করে, প্রতিরোধকে শক্তিতে পরিণত করে এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে সময়ের সঙ্গে অভিযোজিত করেছে। আমার দৃষ্টিতে, এই স্থিতিস্থাপকতা ভারতীয় সমাজের বহুত্ববাদী ঐতিহ্য , সাংবিধানিক দূরদর্শিতা এবং নাগরিক সমাজের সক্রিয়তার ফল। ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থার মতো সংকট থেকে ১৯৭৭-এর নির্বাচনে গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন, ১৯৯১-এর অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদারীকরণের মাধ্যমে অভিযোজন এবং সমকালীন কৃষক

আন্দোলন বা নাগরিক প্রতিবাদের মাধ্যমে প্রতিরোধ—সবই এই ত্রয়ীর প্রকাশ। অভিযোজনের সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ হলো জরুরি অবস্থার পর সংবিধানের পুনর্বিন্যাস। সংবিধানের আদর্শকে বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে বিচারব্যবস্থার অ্যাকটিভিজম ও পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন (PIL) গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। জাফ্রেলট (২০২০) সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন যে , "Indian democracy has demonstrated a remarkable capacity for institutional adaptation and popular resilience despite deep social cleavages" (p. 48)। এই অভিযোজন ঔপনিবেশিক কেন্দ্রীয়করণকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিকেন্দ্রীকরণে রূপান্তরিত করে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে।

প্রতিরোধের ধারা ভারতীয় গণতন্ত্রের স্থিতিস্থাপকতার আরেক স্তম্ভ। জয়প্রকাশ নারায়ণ আন্দোলন থেকে শুরু করে সমকালীন নাগরিক সমাজের প্রতিবাদ—সবই সংকটকেচ্যালেঞ্জ করে গণতন্ত্রকে গভীরতর করেছে। গঙ্গোপাধ্যায় (২০১৮) এই প্রতিরোধকে " the paradox of Indian democracy" বলে অভিহিত করেছেন, যেখানে সামাজিক বিভেদ সত্ত্বেও নাগরিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠানগুলিকে জবাবদিহিমূলক করে তুলেছে (Ganguly, 2018, p. 42)। আমার বিশ্লেষণে, এই প্রতিরোধ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সামাজিক ন্যায়ের দাবিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ করে তুলেছে । পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া সবচেয়ে দৃশ্যমান হয়েছে ১৯৯০-এর পরবর্তী কোয়ালিশন রাজনীতি ও পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থায়। অর্থনৈতিক সংকটের পর উদারীকরণ এবং জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির উত্থান রাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত করে বহুত্ববাদকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কোহলি (১৯৯০) এই পুনর্গঠনের প্রেক্ষিতে "growing crisis of governability" উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, সংকটের মধ্য দিয়েই নতুন শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে (Kohli, 1990, p. 7)। আমার দৃষ্টিতে, এই পুনর্গঠন গণতন্ত্রকে 'এলিট-চালিত' থেকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলেছে।

নেহরুর প্রাথমিক উদ্ধৃতি—" At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom" (Nehru, 1947, p. 1)—এই অভিযাত্রার প্রতীক: স্বাধীনতার মুহূর্তে যে আশা জাগ্রত হয়েছিল , তা সংকটের মধ্য দিয়েই অভিযোজন , প্রতিরোধ ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। এই ত্রয়ী ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিশ্বের অন্যতম সফল উন্নয়নশীল গণতন্ত্রে পরিণত করেছে। এই গবেষণা দেখাতে চায় যে, ঐতিহাসিক স্থিতিস্থাপকতা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় , বরং ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও স্বাধীনতা-পরবর্তী চ্যালেঞ্জের মধ্যে অবিরাম সংগ্রামের ফল। এই প্রক্রিয়া ভবিষ্যতেও ভারতীয় গণতন্ত্রকে গতিশীল রাখবে এবং বিশ্বের অন্যান্য গণতন্ত্রের জন্য অনন্য মডেল হয়ে উঠবে।

উপসংহার:

ভারতের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও স্বাধীনতা-পরবর্তী চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে এক অসাধারণ ঐতিহাসিক স্থিতিস্থাপকতার পরিচয় দিয়েছে। ব্রিটিশ আমলের সংসদীয় কাঠামো , আইনের শাসন ও আমলাতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে ভারতীয় সংবিধানের মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করে দেশটি বহুত্ববাদ , সামাজিক ন্যায় ও যুক্তরাষ্ট্রীয়তার আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে। দেশবিভাগের রক্তাক্ত সহিংসতা , ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থা,

অর্থনৈতিক সংকট, জাতি-ধর্মীয় বিভেদ ও বর্ধিত অসমতা—এইসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভারতীয় গণতন্ত্র বারবার অভিযোজন, প্রতিরোধ ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করেছে। আমার দৃষ্টিতে, এই স্থিতিস্থাপকতার মূলে রয়েছে সংবিধানের দূরদর্শিতা , নির্বাচনী প্রতিযোগিতার শৃঙ্খলা, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং নাগরিক সমাজের সক্রিয় প্রতিবাদ। নেহরুর " Tryst with destiny" বক্তৃতায় প্রকাশিত আশা (Nehru, 1947, p. 1) থেকে শুরু করে আম্বেদকরের সতর্কবাণী, "In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality" (Ambedkar, 1949, p. 979)—পর্যন্ত ভারতীয় গণতন্ত্র আদর্শ ও বাস্তবতার দ্বন্দ্বকে সংলাপে রূপান্তরিত করেছে। জাফ্রেলট (২০২০) সঠিকভাবে বলেছেন , "Indian democracy has demonstrated a remarkable capacity for institutional adaptation and popular resilience despite deep social cleavages" (p. 48)। গঙ্গোপাধ্যায় (২০১৮) এই প্রক্রিয়াকে "the paradox of Indian democracy" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (p. 42)। আজকের বিশ্বে যখন অনেক গণতন্ত্র সংকটের মুখে , তখন ভারতের এই অভিযাত্রা প্রমাণ করে যে , গণতন্ত্র কোনো পশ্চিমা আমদানি নয় , বরং স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে টিকে থাকতে পারে। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-পরবর্তী চ্যালেঞ্জগুলি ভারতীয় গণতন্ত্রকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গতিশীল করেছে। এই গবেষণা দেখাতে চায় যে, ঐতিহাসিক স্থিতিস্থাপকতা অবিরাম সংগ্রাম ও অভিযোজনের ফল। ভবিষ্যতে এই অভিযাত্রা ভারতকে শুধু টিকিয়ে রাখবে না , বরং বিশ্বের উন্নয়নশীল গণতন্ত্রগুলির জন্য এক অনন্য মডেল হয়ে উঠবে।

Bibliography:

- Ambedkar, B. R. (1949). Constituent Assembly Debates (Vol. XI, p. 979). New Delhi: Government of India.
- Ganguly, S. (2018). The paradox of Indian democracy. Journal of Democracy, 29(1), 38-52.
- Jaffrelot, C. (2020). The resilience of Indian democracy. Journal of Democracy, 31(3), 45-60.
- Kohli, A. (1990). Democracy and discontent: India's growing crisis of governability. Cambridge University Press.
- Kohli, A. (2012). Poverty amid plenty in the new India. Economic and Political Weekly, 47(13), 1251-1260.
- Kohli, A., & Murali, K. (2025). Democracy and inequality in India: Political economy of a troubled giant. Cambridge University Press.
- Lankina, T. (2014). Colonial legacies and democracy: Evidence from sub-national variation in India. Journal of Democracy.
- Nehru, J. (1947). Tryst with destiny. In Selected works of Jawaharlal Nehru (Vol. 1, pp. 1-3). New Delhi: Government of India.